দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 JUL 1991

পৃষ্ঠা ... কলাম ... 5

(৪৭)

126

শিক্ষাঙ্গন প্রশ্নে মতৈক্য

শিক্ষাঙ্গনকে সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করতে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এক মহাসম্মেলনে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার এবং সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেন।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবন এবং বিশেষভাবে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সর্বদলীয় মহাসম্মেলনে গৃহীত এই সিদ্ধান্তকে আমরা দেশের জন্য অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলে মনে করি।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ঘটনা ঘটছে তা জাতির জন্য মোটেও শুভকর নয়। শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের মধ্যে বার বার সংঘর্ষ ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি শোনিত সিক্ত হয়েছে। বোমাবাজী, গোলাগুলি কখনো কখনো শিক্ষাঙ্গনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বার বার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে এসব সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে অসংখ্য ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। শিক্ষাবর্ষ দুই থেকে তিন বছর পিছিয়ে গেছে। এর অর্থ গোটা জাতিই পিছিয়ে গেছে।

জাতির সামনে আজ অসংখ্য সমস্যা। কিন্তু তার মধ্যেও শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও অস্ত্রের ঝনঝনানির সমস্যাটি জাতির কাছে চরম উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে আছে প্রায় পাঁচ মাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা প্রবল। সেখানে আইন ও শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সশস্ত্র ব্যক্তিরা প্রায় বুক ফুলিয়েই ঘোরাফেরা করছে। বন্ধ হয়ে আছে জগন্নাথ কলেজ। কয়েক দিন আগে সেখানে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে তা কলেজ প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সেখানকার জনগণ আতংকে দিন কাটিয়েছে। ঐ গোলযোগে একজন অছাত্র কিশোর নিহত হয়েছে।

জাতীয় স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষাঙ্গন থেকে এই সন্ত্রাসের অবসান এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই অভিশাপ থেকে গোটা জাতিকে মুক্ত করা পরিণত হয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যে। তবে এই সমস্যাটি প্রধানত রাজনৈতিক বলে এব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যদি এব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে দৃঢ় অভিলাষ প্রকাশ করে তাহলেই সন্ত্রাসের বিভীষিকা থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করা সম্ভব। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন। এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

খুবই আনন্দের বিষয় যে, সকল দল শিক্ষাঙ্গন থেকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ দূর করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। সন্ত্রাস ছাড়াও শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাগুলোও চিহ্নিত করেছেন। অচিরেই এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আবার সম্মেলন আহ্বান করা হবে।

আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে, রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার এবং প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সকল বাধা দূর করবে এবং কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে বলিষ্ঠ অবদান রাখবে।